



মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের শঙ্কায় পাঁচ মাসের সর্বোচ্চ তেলের দাম



ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে সামরিক সংঘাতের আশঙ্কায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে পাঁচ মাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) সকালে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ১ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ১১৫ ডলার ছাড়িয়ে যায়। গত মে মাসের পর এটিই সর্বোচ্চ দাম।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইরানে আবারও সামরিক অভিযান চালাতে পারে, এমন আশঙ্কায় তেলের বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। ইরান সতর্ক করেছে, নতুন করে হামলা হলে উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল স্থাপনা, সমুদ্রের তলদেশের কেবল, ডেটা সেন্টার ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অবকাঠামোতে হামলা চালানো হতে পারে।

ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান ইন্টারঅ্যাকটিভ ইনভেস্টমেন্টের রিচার্ড হান্টার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক সমাধানের বদলে ইরানে ফের সামরিক হামলার কথা বিবেচনা করছে, এমন খবরই তেলের দাম বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। তাঁর মতে, সংঘাতটি স্থলস্থায়ী হবে বলে অনেকে ধারণা করলেও তা এখন অষ্টম মাসে গড়িয়েছে।

ইরানে যুদ্ধ শুরু আগের গত ফেব্রুয়ারিতে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ছিল প্রায় ৭২ ডলার। সংঘাত তীব্র হওয়ার পর এপ্রিলের শেষ দিকে তা বেড়ে ১২৬ ডলারে পৌঁছায়।

চলতি সপ্তাহে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়েছে। ইরানের ইসলামিক রেভলুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) দাবি করেছে, বুধবার হরমুজ প্রণালিতে চারটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, ছতি বিদ্রোহীদের ধারাবাহিক হামলার কারণে সৌদি আরব থেকে কিছু মার্কিন কূটনীতিক ও সরকারি কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।

ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান ওয়েলথ ক্লাবের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ সুসানাহ স্টিটার বলেন, আগামী ৩ নভেম্বরের মার্কিন নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোয় হামলা চালাতে পারে, এমন আশঙ্কা বাড়ছে। একই সঙ্গে সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থাপনায় ছতি বিদ্রোহীদের হামলা এবং হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের ঝুঁকিও পরিস্থিতিকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে।